আল্লাহ্'র ভয়ে কান্না করার গুরুত্ব

27-February-2020

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَارَسُوۡلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ يَا حَبِيۡبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ يَا نُوۡرَ اللّٰه

نَوَيۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদে পাকের ফযিলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

مَنۡ سَرَّهٗ اَنۡ يَلۡقَى اللّٰهَ غَدًا رَاضِيًا، فَلۡيُكۡثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ

অর্থাৎ যে এটা পছন্দ করে যে আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় আল্লাহ পাক তার উপর সন্তুষ্ট হোক তার উচিৎ যে আমার উপর বেশি পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ করা। **(ফেরদৌসুল আখবার, ২/২৮৪, হাদীস ৬০৮৩)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الۡمُؤۡمِنِ خَيۡرٌ مِنۡ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✯ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اِنْ شَآءَ الله আজকের বয়ানে আমরা আল্লাহর ভয়ে কান্না করার গুরুত্ব সম্পর্কে শ্রবণ করবো। আল্লাহর ভয়ে কান্না করাটা কি পরিমাণ উপকারী হতে পারে, এর উপর একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করা হবে। এটাও শুনবো যে আল্লাহর ভয় কাকে বলা হয়? আল্লাহর ভয়ে কান্না করার উৎসাহ সম্বলিত কিছু বাণীও বর্ণনা করা হবে। সত্যিকারার্থে আল্লাহর ভয়ে কান্না করা সৌভাগ্যের ব্যাপার এবং অশ্রু প্রবাহিত করার স্বাস্থ্যগত উপকারও রয়েছে, সেটাও উল্লেখ করা হবে। আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام আল্লাহর ভয়ে কিভাবে কান্না করতেন। সেটার ব্যাপারেও কিছু ঘটনা বর্ণনা করা হবে। আল্লাহ তৌফিক দান করুক আমরা যেন মনোযোগ এবং ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সম্পূর্ণ বয়ান শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি। আসুন! একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি, যেমন

এক ফোটার কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্তি

মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব "খওফে খোদা" এর ১৪২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত করা হবে। তাকে তার আমলনামা দেওয়া হবে তখন সে তাতে অধিক পরিমাণে গুনাহ দেখতে পাবে। এরপর আরজ করবে: হে দয়ালু মাওলা! আমিতো এই গুনাহগুলো করিনি? আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: আমার কাছে এগুলোর পক্ষে শক্ত সাক্ষী রয়েছে। সে

বান্দা নিজের ডানে এবং বামে ঘাঁড় ঘুরিয়ে দেখবে কিন্তু কোন সাক্ষী দেখতে পাবে না এবং বলবে: হে দয়ালু প্রতিপালক! সেই সাক্ষীদাতারা কই? তখন আল্লাহ পাক তার শরীরের অঙ্গসমূহকে সাক্ষী দেওয়ার জন্যে নির্দেশ দিবেন। কান বলবে: হ্যাঁ! আমি হারাম শুনেছি এবং আমি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করছি। চক্ষুদ্বয় বলবে: হ্যাঁ! আমরা হারাম দেখেছি। মুখ বলবে: হ্যাঁ! আমি হারাম বলেছি। একইভাবে হাত এবং পা বলবে: হ্যাঁ! আমরা (হারামের দিকে) অগ্রসর হতাম। ইত্যাদি

সে বান্দা এসবকিছু শুনে নিরাশ হয়ে যাবে। এরপর যখন আল্লাহ পাক তার জন্যে জাহান্নামে যাওয়ার হুকুম করবে তখন সেই ব্যক্তির ডান চোখের একটি পাপড়ি আল্লাহ পাকের দরবারে কিছু বলার অনুমতি চাইবে এবং অনুমেিত পেয়ে আরজ করবে: হে মাওলা! তুমি কি ইরশাদ করোনি যে আমার যে বান্দা নিজের চোখের কোন পাপড়িকে আমার ভয়ে প্রবাহিত অশ্রুসিক্ত করবে,আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো? আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: অবশ্যই! তো সেই পাপড়ি আরজ করবে: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তোমার এই গুনাহগার বান্দা তোমার ভয়ে কান্না করেছিলো, যার কারণে আমি ভিজে গিয়েছিলাম। এটা শুনে আল্লাহ পাক সেই বান্দাকে জান্নাতে যাওয়ার আদেশ দিবেন। একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে: শোনো! অমুকের ছেলে অমুক নিজের চোখের একটি পাপড়ির কারণে দোযখ থেকে মুক্তি পেয়েছে।

(দুররাতুন নাসিহিন, আল মাজলিসুল খামিস ওয়াস সুতুন, ২৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাকের রহমত মহান

হে আশিকানে রাসূল! এই ঘটনা হতে যেখানে আল্লাহর ভয়ে কান্না করার গুরুত্ব প্রতীয়মান হয়েছে, এতে এটাও জানা গেলো যে আল্লাহ পাকের রহমত অনেক প্রশস্ত। তিনি দয়ালু মাওলা আপন বান্দার উপর সীমাহীন দয়া করেন। পৃথিবীর এটা নিয়ম যে অপরাধের ব্যাপারে তৎক্ষনাৎ তিরস্কার ও শাস্তি দেওয়া হয়, কিন্তু ধন্য হোন! আপনার দয়ালু প্রতিপালকের ক্ষমা এবং অনুগ্রহের উপর, যে অধিক পরিমাণে পরিমাণে নাফরমানী করা সত্বেও তিনি আমাদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন। গুনাহ করা সত্ত্বেও আমাদের দয়ালু মাওলা রিযিক দেওয়া বন্ধ করে দেন না। গুনাহ করা

সত্ত্বেও আমাদের দয়ালু প্রতিপালক আমাদের চোখের দৃষ্টি ক্ষমতা ছিনিয়ে নিচ্ছেন না, গুনাহ করা সত্ত্বেও আমাদের দয়ালু মাওলা আমাদের শ্রবণ শক্তিকে কেড়ে নিচ্ছেন না, বেশি পরিমাণে গুনাহ করা সত্ত্বেও আমাদের দয়ালু প্রতিপালক আমাদের কথা বলার সামর্থ্য থেকে বঞ্চিত করছেন না,অধিক পরিমাণে গুনাহ করা সত্ত্বেও আমাদের দয়ালু প্রতিপালক আমাদেরকে চলার নিয়ামত হতে বঞ্চিত করছেন না, অধিক হারে গুনাহ করা সত্ত্বেও আমাদের দয়ালু মাওলা আমাদেরকে হাতের নিয়ামত হতে বঞ্চিত করছেন না। পাপে পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আমাদেরকে আপন কৃপার দরজা হতে দূর করে দিচ্ছেন না। সেই দয়ালু নিজ অনুগ্রহ ও রহমত গুণে আমাদের গুনাহকে গোপন রাখেন কেননা তার রহমত তার ক্রোধের চাইতেও শক্তিশালী। কিন্তু একটি মূলনীতি মনে রাখবেন! আমরা আল্লাহ পাকের বান্দা এবং তিনি আমাদের মালিক, আমরা তার আদেশের উপর আমল করতে বাধ্য। তবুও তার অনুগ্রহ এমন যার কোন সীমা নেই।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ✱ আল্লাহ পাকে এমন "দয়ালু" যিনি নাফরমানদের উপরও দয়া ও অনুগ্রহের বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ✱ তিনি এমন "হালিম" যখন নিজের কোন বান্দাকে গুনাহের ব্যাপারে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে দেখেন তখন তার তাওবা কবুল করেন। ✱ তিনি এমন "আলিম" যিনি অন্তরের গোপন রহস্যও জানেন, নিয়্যত সমূহের ব্যাপারেও অবগত, এবং যমিন ও আসমানে কোন বস্তু তার থেকে গোপন নেই। ✱ তিনি এমন "আযিম" যে কাউকে ক্ষমা করা তার জন্যে কোনো কঠিন ব্যাপার নয়।

মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে: হযরত সালমান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত: নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক যমিন ও আসমান সৃষ্টির দিন একশত (১০০) রহমত সৃষ্টি করেন। প্রত্যেক রহমত যমিন ও আসমানের মাঝখানে একটার উপর একটা রেখে দেওয়া হয়েছে। সেগুলো হতে একটা রহমত যমিনের উপর নাযিল করলেন। এর দ্বারা মা তার সন্তানকে, বন্য প্রাণীরা অন্যান্য পাখীরা একে অপরকে দয়া করে, এমন কি ঘোড়া তার পা তার বাচ্চার কাছ থেকে

দূরে সরিয়ে নেয় এই কারণে যে তার আঘাত যেন না লাগে যখন কিয়ামতের দিন আসবেআ আল্লাহ পাক সেই রহমতকে অপর ৯৯ রহমতের সাথে মিশ্রিত করে একশত (১০০) পূর্ণ করে দিবেন এবং কিয়ামতের দিন সেখান থেকে আপন বান্দাদের উপর দয়া করবেন।

(মুসলিম, কিতাবুত তাওবা, বাবে ফি সাআতে রহমাতিল্লাহ...১১২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৯৭৭)

আসুন! আল্লাহ পাকের রহমত সম্বলিত একটি ঈমান উদ্দীপক বাণী এবং ঘটনা শ্রবণ করি:

আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহ সমূহ!

বুখারী শরীফে রয়েছে: হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আল্লাহ পাকের রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ পাক বান্দাদের হিসাব-নিকাশ হতে অবসর হবেন তো একজন ব্যক্তি যে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে **(Between)** রয়ে যাবে সে দোযখীদের মধ্যে শেষ ব্যক্তি হবে যে জান্নাতে যাবে। জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে তার মুখ দোযখের দিকে থাকবে এবং সে আরজ করবে: হে আমার মালিক! আমার মুখ দোযখ হতে ফিরিয়ে দাও কেননা তার দুর্গন্ধ আমাকে মেরে ফেলেছে তার আগুণের শিখা আমাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: যদি তোমার উপর এই দয়া করা হয় তাহলে এটা ব্যতীত আর কিছু চাইবে নাতো? সে বান্দা আরজ করবে: তোমার ইজ্জতের শপথ! আমি আর কিছু চাইবো না। আল্লাহ পাক তার মুখ দোযখ হতে ফিরিয়ে দিবেন। যখন সে বান্দা জান্নাতের দিকে মুখ করবে তো জান্নাতের নিয়ামতরাজি দেখতে থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাক চাইবে সে চুপ থাকবে। অতঃপর আরজ করবে: হে আমার মালিক! আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দাও। আল্লাহ পাক তাকে বলবেন: তুমি কি ওয়াদা করনি যে তুমি যা কিছু চাওয়ার চেয়ে নিয়েছ, এখন এটা ব্যতীত আর কোন কিছু চাইবে না? সে আরজ করবে: হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার বান্দাদের মধ্য হতে সবচেয়ে বেশি দূর্ভাগা হতে চাইনা। আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: হতে পারে তুমি এটাও পেয়ে যাবে তো এরপর কি আর কোন কিছু চাইবে? সে আরজ করবে: আমি তোমার ইজ্জতের শপথ করছি! এখন আমি আর কোন কিছু চাইব না। এরপর আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দিবেন, যখন সে

জান্নাতের দরজার নিকটে পৌঁছে যাবে এবং জান্নাতের সৌন্দর্য সে অনুভব করবে। অতঃপর যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাক চাইবে সে চুপ থাকবে, এরপর সে আরজ করবে: হে আমার মালিক! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: হে ইবনে আদম! আফসোস! তুমি কি পরিমাণ ওয়াদা ভঙ্গকারী! তুমি কি এই ওয়াদা করনি যা কিছু তুমি পেয়েছো, এর চেয়ে বেশি কিছু চাইবে না? সে আরজ করবে! মালিক! তুমি আমাকে তোমার সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশি দূর্ভাগা বানিয়ো না। এরপর আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দান করবেন এবং বলবেন: চাও! কি চাইবে? তা শুনে সে তার সমস্ত আকাংখা প্রকাশ করবে এই পর্যন্ত তার আকাংখা **(Desires)** নিঃশেষ হয়ে যাবে। এরপর আল্লাহ পাক তাকে বলবেন: তুমি যা চাইবে তা তোমাকে দেওয়া হবে, এর মতো আরো দেওয়া হবে বরং এর চেয়ে আরও বেশি দশগুন বেশি (১০) দেওয়া হবে।

(বুখারী, কিতাবুয আযান, ১/২৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮০৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহর ভয় কাকে বলা হয়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানা গেলো! দয়ালু প্রতিপালকের কাছে ফরিয়াদকারী বঞ্চিত থাকে না, আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া প্রার্থনা কারী বঞ্চিত থাকে না। কিন্তু দোয়ার আদবও সামনে রাখা প্রয়োজন। আসুন! দোয়ার আদব হতে একটি আদব শ্রবণ করি, যেমন

মাকতবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব ফাযায়িলে দোয়ার মধ্যে রয়েছে: কান্না করার চেষ্টা করো যদিওবা একটি মাত্র ফোটা হয় কারণ তা কবুলের দলীল।

(ফাযায়িলে দোয়া, ৮১ পৃষ্ঠা, আদব নং ৩৩)

এইভাবে আল্লাহর ভয়ে কান্না করাও অনেক বড় নিয়ামত। যেহেতু খওফে খোদা অনেক বড় নিয়ামত, যতক্ষণ পর্যন্ত এই মহান দৌলত অর্জিত হয়না, গুনাহ হতে মুক্তি এবং নেকীর ব্যাপারে আন্তরিক হওয়া কঠিন হয়। কিন্তু যখন এই মহান দৌলত নসীব হয়ে যায় তখন নেকী করা এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সহজ হয়ে যায়। এই মহান নিয়ামত কি? খওফে খোদা কাকে বলা হয়? আসুন! এই সম্পর্কে শুনি, যেমন

আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তার কিতাব "কুফরিয়া কালিমাত কে বারে সাওয়ার জাওয়াব" এর ২৬ পৃষ্ঠায় লিখেন: "আল্লাহ পাকের ভয়, তার অমুক্ষাপেক্ষীতা, তার অসন্তুষ্টি, তার পক্ষ হতে প্রদত্ত আযাব সমূহ, তার গযব এবং এর পরিণামে ঈমানের বরবাদ হওয়া ইত্যাদি হতে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকার নাম "খওফে খোদা" বা আল্লাহর ভয়। কোরআনে করিমে আল্লাহ পাক মুমিনদেরকে অনেক স্থানে সেই পবিত্র ভয়কে অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন পারা ৫ সূরা নিসা ১৩১ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ

(পারা: ৫, সূরা: নিসা, আয়াত: ১৩১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং নিশ্চয় আমি তাকিদ দিয়েছি তাদেরকে, যাদেরকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছে এবং তোমাদেরকেও যেন (তোমরা) আল্লাহকে ভয় করতে থাকো।

এইভাবে ২২ পারা সূরা আহযাবের ৭০ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۙ﴿۷۰﴾

(পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত: ৭০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ আল্লাহকে ভয় করো এবং সরল কথা বলো।

৪ পারা সূরা আল ইমরান ১৭৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۷۵﴾

(পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৭৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমাকেই ভয় করো যদি ঈমান রাখো।

অশ্রু প্রবাহিত হয় কিন্তু কোথায়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বোঝা গেলো! ঈমানের শর্তগুলোর মাঝে খওফে খোদা বা আল্লাহর ভয়ও একটি। অবশ্যই আখিরাতের চিন্তায় ব্যাকুল থাকা, দোযখের আযাবে কান্না করা এবং আল্লাহর ভয়ে মশগুল থাকা অনেক বড় নিয়ামত। আফসোস! আজতো দুনিয়ার পেরেশানিতে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে যায়, কিন্তু আখিরাতের চিন্তায় কান্না করার প্রেরণা খুব কম থাকে। চিন্তা করুন! এই দুনিয়ার গুরুত্ব কেমন যে তার জন্যে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে যায়। এই দুনিয়াতো একটি মুসাফির

খানার মতো, যেখানে মুসাফির এসে অবস্থান করে এবং কিছু দিন থাকার পর চলে যায়, মুসাফির খানায় কিছু দিনের জন্যে অবস্থানকারী কখনোও সেখানে বড় আশা করতে পারে না। মুসাফির খানায় কিছু দিনের জন্যে অবস্থানকারী ওখানে ভালোবাসায় মন লাগাতে পারে না। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ দুনিয়ার চিন্তা না করা এবং তার জন্যে অশ্রু প্রবাহিত না করা। বরং ❋ অশ্রু প্রবাহিত হলে আল্লাহর ভয়ে প্রবাহিত করুন ❋ ইশকে রাসূলে প্রবাহিত করুন ❋ আখিরাতের চিন্তায় প্রবাহিত করুন ❋ অধিক গুনাহ সংগঠিত হওয়ার কারণে অশ্রু প্রবাহিত করুন ❋ নেকী করতে না পারার কারণে অশ্রু প্রবাহিত করুন ❋ মৃত্যুর কঠোরতার স্বরণ করে প্রবাহিত করুন ❋ মদীনার ধ্যানে করুন ❋ আল্লাহ পাকের ভয়ে অশ্রু প্রবাহিত করুন ❋ কবরের কথা স্বরণ করে প্রবাহিত করুন ❋ কবরের ভয়াবহতার কথা স্বরণ করে অশ্রু প্রবাহিত করুন ❋ কবরের অন্ধকারের কথা স্বরণ করে অশ্রু প্রবাহিত করুন ❋ কবরের সংকির্ণতার কথা স্বরণ করে প্রবাহিত করুন ❋ কিয়ামতের ভয়াবহতার কথা স্বরণ করে প্রবাহিত করুন ❋ এই চিন্তা করে প্রবাহিত করুন যে আমরা কিয়ামতের দিন নিজের এক একটি আমলের হিসাব কিভাবে দিতে পারবো? কিয়ামতের দিনের উষ্ণতা আমরা কিভাবে সহ্য করবো? ❋ হাশরের দিন তলোওয়ারের চেয়ে ধারালো এবং চুলের চেয়ে চিকন পুলসিরাত কিভাবে পার হবো? ❋ আমাদের মৃত্যু ঈমানের সাথে হবে কি হবে না? মোটকথা! আখিরাতের চিন্তায় মশগুল হয়ে অশ্রু প্রবাহিত করুন এবং যদি অশ্রু প্রবাহিত না হয় তাহলে অন্তত এ ব্যাপারে অশ্রু প্রবাহিত করুন যে আমার চোখ আল্লাহর ভয়ে কেন অশ্রু প্রবাহিত করছে না?

আল্লাহর ভয়ে কান্না করার অভ্যাস গড়ুন

আসুন! আখিরাতের চিন্তায় অশ্রু প্রবাহিত করার প্রতি প্রেরণাদায়ক নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুইটি বাণী শ্রবণ করি:

(১) ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন সকল চোখ কান্না করবে কিন্তু তিনটি (৩) চোখ কান্না করবে না, তার মধ্য হতে একটি হবে যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কান্না করেছে। (কানযুল উমাল, কিতাবুল মাওয়ায়িয, ৮/৩৫৬, হাদীস ৪৩৩৫)

(২) ইরশাদ করেন: হে লোকেরা! কান্না করো যদি কান্না না আসে তাহলে কান্না করার চেষ্টা করো কেননা দোযখে দোযখীরা কান্না করবে,এমম কি যে তাদের অশ্রু তাদের চেহরায় উপর এমনভাবে প্রবাহিত হবে মনে হবে যেন তা ঝর্ণা, যখন অশ্রু শেষ হয়ে যাবে তখন রক্ত বের হবে এবং চক্ষুদ্বয় ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাবে। (শরহুস সুন্নাহ, ৭/৫৬৫, হাদীস ৪৩১৪)

আসুন! আল্লাহর ভয়ে কান্না করার ব্যাপারে বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি:

(১) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا বলেন: খুব বেশি কান্না করো এবং যদি কান্না না আসে তো কান্না করার ভান করো। সেই সত্তার শপথ! যার কুদরতি আয়ত্বে আমার জান! যদি তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকৃত অবস্থা জেনে যায় তবে সে (আল্লাহ পাকের ভয়ের কারণে) এই পরিমাণে কান্না করবে যে তার আওয়াজ বন্ধ হয়ে যাবে এবং নামাযের পরিমাণ এতো বৃদ্ধি করবে যে তার কোমর অপারগতা প্রকাশ করবে। (ইহ্ইয়াউল উলূম, ৪/৪৮০)

(২) হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا বলেন: আল্লাহ পাকের ভয়ে এক ফোটা অশ্রু প্রবাহিত করা আমার দৃষ্টিতে পাহাড় সমান স্বর্ণ সদকা করার চেয়ে বেশি পছন্দনীয়। (ইহ্ইয়াউল উলূম ৪/৪৮০)

(৩) হযরত কা'বুল আহবার رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: সে পবিত্র সত্তার শপথ যার কুদরতি হাতে আমার জান! আমি আল্লাহ পাকের ভয়ে কান্না করি এতটুকু পর্যন্ত যে আমার অশ্রু গাল দিয়ে বেয়ে পড়ে এটা আমার দৃষ্টিতে পাহাড় সমান স্বর্ণ সদকা করার চেয়ে বেশি পছন্দনীয়। (ইহ্ইয়াউল উলূম, ৪/৪৮০)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!   صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

রোযা অন্তরের কঠোরতা দূর করে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুঝা গেলো! যার কান্না আসে তার কান্না করার চেষ্টা করা উচিৎ, অনে সময় অধিক গুনাহের কারণে এবং অন্তরের কঠোরতার কারণে কান্না আসে না। সেই কঠোরতাকে দূর করার একটি পদ্ধতি হলো ক্ষুধা এবং নফল রোযা সমূহ অধিক হারে বৃদ্ধি করা। এতে অন্তর নরম হবে এবং আল্লাহর ভয়ে কান্না

করার সৌভাগ্য অর্জিয় হবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه রজবুল মুরাজ্জব মোবারক মাসের শুভাগম আসন্ন। এই মাসে রোযা রাখারও অনেক ফযিলত রয়েছে। সুতরাং যাদের সম্ভব হবে তারা অবশ্যই এই মাসে নফল রোযা রাখার সৌভাগ্য অর্জন করবেন। এতে শুধু অন্তরের কঠোরতা দূর হবে তা নয় বরং রজব মাসের বরকতও নসীব হবে, এবং শাবানের রোযা রাখার বরকতে মাহে রমযানের রোযা পালন করা সহজ হবে এবং এইভাবে ফরয রোযার জন্যে আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ الله

বর্ণিত রয়েছে: ষষ্ঠ আসমানের দরজায় রজব মাসের দিনগুলো লিখা থাকে। যদি কোন ব্যক্তি রজব মাসে একটি রোযা রাখে এবং সেটাকে পরহেযগারীর সাথে পরিপূর্ণ করে তবে সেই দরজা এবং (যে দিন রোজা রাখা হয়েছে) সে দিন ঐ বান্দার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং আরজ করবে: ইয়া আল্লাহ! এই বান্দাকে ক্ষমা করে দাও। যেহেতু প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: রজব মাসে একটি দিন এবং রাত রয়েছে যে সেই দিনে রোযা রাখবে এবং রাতে ইবাদত করবে তো সে যেন একশত (১০০) বছর রোযা রাখল, একশত (১০০) বছর রাত জেগে আল্লাহ পাকের ইবাদত করল এবং এটা হলো রজবের সাতাশ (২৭) তারিখ।

(শূয়াবুল ঈমান, ৩/৩৭৪, হাদীস ৩৮১১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রজবুল মুরাজ্জবের রোযা পালন কারীর পুরষ্কারও অনেক দামি। রজবুর মুরাজ্জব মাসে রোযা পালন কারীদের জন্যে আল্লাহ পাক জান্নাতে একটি নির্দিষ্ট মহল তৈরি করেছেন, সেই সৌভাগ্যবানদের আল্লাহ পাক "রজব" নামক ঝর্ণা হতে পান করাবেন, তাদের জন্যে দোযখের দরজা বন্ধ এবং জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে, তাদের রোযাসমূহ তাদের গুনাহসমূহ মুছে দেওয়ার মাধ্যম হবে এবং কিয়ামতের অসহ্যনীয় গরম এবং ক্ষুধা ও পিপাসায় তাদের খাওয়া, পান করা এবং আরাম করার ব্যবস্থা করা হবে।

নফল রোযা সমূহের এমন চমৎকার ফযিলত ও বরকত শ্রবণ করার পর আমাদের প্রত্যেককে চেষ্টা করা উচিৎ যে ফরয রোযার পাশাপাশি নফল রোযাও বেশি পরিমাণে রাখা, রজব মাস আগমনের শুরুতেই এইভাবেই রোযা রাখার মাধ্যমে

যেন রোজার মৌসুম শুরু হয়ে যায়। প্রথমে রজবুল মুরাজ্জবের রোযা এরপর শাবানের রোযা।

আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লেখা নফল রোযা রাখার অনুপ্রেরণা এবং ফযিলত সম্বলিত একটি খুব সুন্দর চিঠি শ্রবণ করি:

আত্তারের চিঠি

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সগে মদীনা মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরীর পক্ষ হতে, সকল ইসলামী ভাইয়েরা, ইসলামী বোনেরা, মাদরাসাতুল মদীনা এবং জামিয়াতুল মদীনার শিক্ষকগণ, শিক্ষার্থীদের কা'বা শরীফ প্রদক্ষিণ করে আসা, সবুজ গম্বুজকে চুম্বন করে আসা, রজবুল মুরাজ্জব, শাবানু মুয়ায্যম এবং রমযানুল মোবারকের রোযাদারদের বরকত পরিপূর্ণ সুবাসিত সালাম,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ   اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ عَلٰى كُلِّ حَال

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আরেক বার আবার খুশির দিন এসে গেছে, মাহে রজবুল মুরাজ্জবের আগমন হয়েছে। এই মোবারক মাসে ইবাদতের বীজ রোপন করা হয়, শাবানে গুনাহের কারণে লজ্জিত হয়ে অশ্রু দিয়ে সেচ দেওয়া হয় এবং মাহে রমযানুল মোবারকে রহমতের ফসল কাটা হয়।

তিন মাসের রোযা

রজবুল মুরাজ্জবের সম্মানকারীরা! যদি শিখতে এবং শিখাতে এবং হালাল রিযিক উপার্জনে বাধা না থাকে, মা-বাবাও কোন কারণ ব্যতীত নিষেধ না করে, কারো হক নষ্ট না হয় তাহলে খুবই তাড়াতাড়ি ধারাবাহিক তিন (৩) মাস অথবা রমযানুল মোবারকের পরিপূর্ণ ফরয রোযার পাশাপাশি যার যতোটুকু সম্ভব নফল রোযা রাখা র জন্যে তৈরি হয়ে যান, সেহরি এবং ইফতারে কম আহার করার অভ্যাস বানিয়ে নিন। হায়! প্রত্যেক ঘরে এবং আমার সকল মাদরাতুল মদীনা এবং সকল জামিয়াতুল মদীনাতে রোযা রাখার বাহার এসে যেতো, ব্যস রজব শরীফেই রোযা রাখা শুরু করে দিন।

রজবরে শুরুতে তিনটি রোযার ফযিলত

রজব শরীফের শুরুতে তিনটি রোযার ফযিলতের কথাই বা কি বলবো!

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا হতে বর্ণিত, রাসুলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: রজবের প্রথম দিনের রোযা রাখা তিন (৩) বছরের গুনাহ মুছে দেয়, দ্বিতীয় দিনের রোযা দুই বছরের রোযা এবং তৃতীয় দিনের এক বছরের গুনাহকে মুছে দেয়, অতঃপর প্রত্যেক দিনের রোযা এক মাসের গুনাহকে মুছে দেয়। (জামে সগীর লিস সূয়ূতী, ৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫০৫১, ফাযায়িলে সাহরে রজবিল খল্লাল, ৬৪ পৃষ্ঠা)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ নফল রোযারও বড় ফযিলত রয়েছে। আসুন! উৎসাহের জন্যে দুইটি হাদীসে মোবারকা শ্রবণ করি; যেমন

(১) ফিরিশতারা মাগফিরাতের দোয়া করে

হযরত উম্মে ওমারা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: হুযুরে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদের ঘরে তাশরীফ নিলেন, আমি তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খিদমতে খাবার পেশ করলাম তখন ইরশাদ করলেন: "তুমিও খাও"। আমি আরজ করলাম: আমি রোযা রেখেছি। তো নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যতক্ষণ পর্যন্ত রোযাদারের সামনে খাবার খাওয়া হয়, ফিরিশতারা সেই রোযাদারের জন্যে মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে। (তিরমিযি, ২/২০৫, হাদীস ৭৮৫)

(২) রোযাদারের হাড় সমূহ কখন তাসবীহ পড়ে

হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্রময় খিদমতে উপস্থিত হলো, সে সময় নবী করিম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নাস্তা করছিলেন, বললেন: "হে বিলাল নাস্তা করে নাও"। আরজ করলাম: "ইয়া রাসুলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি রোযাদার। রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমরা আমাদের রিযিক খাচ্ছি আর বিলালের রিযিক জান্নাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। হে বিলাল! তুমি কি জানো যতক্ষণ পর্যন্ত রোযাদারের সামনে খাবার খাওয়া হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার হাড় সমূহ তাসবীহ পাঠ করে এবং ফিরিশতারা দোয়া করে। (শূয়াবুল ঈমান, ৩/২৯৭, হাদীস ৩৫৮৬)

হাকিমূল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: এর দ্বারা বুঝা গেলো! যদি খাবার খাওয়ার সময় কেউ আসে তবে তাকেও খাওয়ার জন্যে আহবান

করা সুন্নাত, কিন্তু অন্তর থেকে বলা দরকার, মিথ্যা মেহেমান দারী না করা উচিৎ এবং আগন্তুক মিথ্যা বলে এটা যেন না বলেঃ আমার ইচ্ছা নেই, যাতে ক্ষুধা এবং মিথ্যার সমাহার না হয় বরং যদি (খেতে না চায় অথবা) খাবার কম দেখে তবে যেন বলেঃ بَارَكَ الله (আল্লাহ পাক বরকত দিক)। এটাও বুঝা গেলো! হুযুরে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট আপন ইবাদত গোপন করা উচিৎ নউ বরং প্রকাশ করে দেওয়া উচিৎ যাতে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই ব্যাপারে সাক্ষী হয়ে যায়। এই প্রকাশ রিয়া (লোক দেখানো) নয়। (হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর রোযার কথা শুনে যা কিছু ইরশাদ করেছেন সেটার ব্যাখ্যায় মুফতি সাহেব লিখেন:) অর্থাৎ আজকের রিযিক আমরাতো এখানে খেয়ে নিচ্ছি এবং বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পরিবর্তে জান্নাতে খাবে এবং এর পরিবর্তে এর চেয়ে উত্তম ও বেশি হবে। হাদীসটি সম্পূর্ণ নিজের প্রকাশ্য অর্থের উপর রয়েছেঃ আসলেই সে সময় রোযাদারের প্রত্যেক হাড় ও জোড়া বরং শিরা শিরা তাসবীহ (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা) করে, যেটা রোযাদারের অনুভব হয়না কিন্তু নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুনেন।

(মিরাতুল মানাযিহ ৩/২০২)

(আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) যদি পড়ে থাকেন তারপরও দুইটি পুস্তিকা (১) "কাফন ফেরত সাথে রজবের বাহার সমূহ" এবং (২) "প্রিয় নবীর মাস" পড়ে নিন। এমনকি প্রতি বছর শাবান মাসে ফয়যানে সুন্নাত প্রথম অংশের অধ্যায় "ফযযানে রযমান" ও অবশ্যই পড়ে নিবেন। যদি সম্ভব হয় ঈদে মেরাজুন নবী উপলক্ষে ১২৭ বা ২৭টি পুস্তিকা বা যতটুকু তাওফীক হয় ফয়যানে নামাযও বন্টন করুন এবং অগনিত সাওয়াব অর্জন করুন।

সকল ইসলামী ভাই বিশেষ করে জামিয়াতুল মদীনা এবং মাদরাসাতুল মদীনার সকল ক্বারী সাহেব, শিক্ষকগণ, অধ্যক্ষবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীদের সমীপে বিশেষ করে বিনীত অনুরোধ যে দয়া করে! (আমি যতোদিন বেঁচে থাকি এবং মৃত্যুর পরও) যাকাত, ফিতরা, কুরবানীর পশুর চামড়া এবং অন্যান্য দান অনুদান যথা সাধ্য সংগ্রহ করুন। (ইসলামী বোনেরা অন্যান্য ইসলামী বোনদের এবং মুহরিমদের চাঁদার জন্যে উৎসাহ প্রদান করুন) আল্লাহর শপথ! আমি সেসব শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে শুনে অনেক খুশি হই যারা নিজেদের গ্রাম ও শহরে যাওয়ার ইচ্ছাকে বিসর্জন

দিয়ে মাহে রমযানুল মোবারক, জামিয়াতুল মদীনায় অতিবাহিত করে এবং নিজের বিভাগের নিয়ম অনুযায়ী চাঁদার স্টলের দায়িত্ব পালন করে, যেসব শিক্ষকবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীরা কোন অপারগতা ছাড়া শুধুমাত্র অলসতার কারণে এ কাজে অনাগ্রহী থাকে তাদের কারণে আমার অন্তর কাঁদে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

যে কোন ইসলামী ভাই বা ইসলামী বোন চাঁদা সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক, তাদের চাঁদের প্রয়োজনীয় বিধানবলী জানা ফরয, প্রত্যেকের কাছে খিদমতে তাকিদ হলো যদি পড়ে থাকেন তারপরও মাকতাবাতুল মদীনার, "চাঁদা সম্পর্কিত প্রশ্নত্তোর" নামক পুস্তিকা পূনরায় অধ্যয়ন করুন।

আত্তার দোয়া

হে আল্লাহ পাক! রমযানুল মোবারকে চাঁদা এবং ঈদুল আযহার সময় কুরবানীর পশুর চামড়া সংগ্রহের জন্যে চেষ্টা করে যেসকল আশিকানে রাসূল আমার মন খুশি করে, তার উপর সব সময়ের জন্যে রাজি হয়ে যাও এবং তার সদকায় আমি পাপী বদকার, গুনাহগারদের সর্দারের উপরও সব সময়ের জন্যে সন্তুষ্ট হয়ে যাও। হে আল্লাহ পাক! যে ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোন (ওজরনাথাকা) প্রত্যেক বছর তিন (৩) মাসের রোযা রাখার এবং প্রত্যেক বছর জুমাদিল আখিরে রিসালা "কাফন ফেরত" মাহে রজবুল মুরাজ্জবে "প্রিয় নবীর মাস" এবং শাবানে "ফয়যানে রামযান" (পরিপূর্ণ) পড়ে বা শুনে নেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে, আমাকে এবং তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করো এবং আমাদেরকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে জান্নাতুল ফেরদৌসে তোমার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশি হওয়ার সৌভাগ্য নসীব করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কান্না করার স্বাস্থ্যগত উপকারিতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা আল্লাহ পাকের ভয়ে কান্না করার গুরুত্ব সম্পর্কে শুন ছিলাম। চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কিত এক নতুন গবেষণা থেকে প্রমাণীত হয়েছে যে কান্না করার কিছু (শারীরিক) উপকারিতাও রয়েছে।

আসুন! অশ্রু প্রবাহিত করার কিছু উপকারিতা শ্রবণ করি ❀ বিশেষজ্ঞদের মতে কান্না করার সময় যে পানি চোখ দিয়ে বের হয়, সে পানি- চোখ দিয়ে বের হওয়া অন্যান্য পানি **(Waters)** হতে ভিন্ন প্রকৃতির। ❀ গবেষনা থেকে জানা গেছে যে একজন মানুষকে সপ্তাহে কমপক্ষে পনের (১৫) মিনিট পর্যন্ত কান্না করা উচিত। ❀ সপ্তাহে একবার কান্না করা মস্তিষ্কের কর্মদক্ষতার ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করে ❀ বিশেষজ্ঞদের অভিমত অশ্রু মানুষের শরীরে মজুদ কোলেষ্টেরোল **(Cholestrol)** হ্রাস করে। ❀ মানসিকভাবে ভারাক্রান্ত অবস্থায় প্রবাহিত অশ্রু মানসিক চাপ নিঃশেষ করে যার মাধ্যমে রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেশার **(Blood pressure)**, ডায়াবেটিস **(Sugar)** ও হৃদপিণ্ডের বিভিন্ন রোগ থেকে সুরক্ষা পাওয়া যায় ❀ অশ্রু আটকে রাখাতে চোখে ডিহাইড্রেশন বা পানিশূণ্যতা সৃষ্টি হয় যার কারণে দৃষ্টি শক্তি কমে যায় অন্যদিকে সপ্তাহে একবার কান্না করার মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়। ❀ গবেষণা হতে এই বিষয়টি সামনে এসেছে যে কান্না করার কারণে যে পানি চোখ দিয়ে বের হয়, এর মাঝে বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান বিদ্যমান থাকে। এমন অশ্রু যদি খুব অল্প পরিমাণেও প্রবাহিত হয় তবে এর ফলশ্রুতিতে ধমনীতে রক্তকণিকা জমে যাওয়ার প্রক্রিয়া হ্রাস পায় এবং দ্রুত চর্মরোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। (উল্লিখিত তথ্যসমুহ বিভিন্ন ওয়েব সাইট হতে সংগ্রহকৃত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হয়তো অশ্রু প্রবাহিত করার উপকারিতা শুনে কান্না করার মানসিকতা তৈরি হচ্ছে। কিন্তু মনে রাখবেন যে শরীয়তে যে কান্না অনুমোদিত এবং যার জন্য সাওয়াব রয়েছে সে কান্না আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যে হতে হবে, আখিরাতের চিন্তায় হতে হবে, আল্লাহ্ পাকের ভয়ে হতে হবে। পার্থিব কারণে কান্না করলে স্বাস্থ্যগত উপকার পাওয়া যেতে পারে কিন্তু সাওয়াব পাওয়া যাবে না। আফসোস! আজকে আমরা নিজের দুনিয়াকে ভাল করার জন্যে কতো অস্থির হয়ে যাই। যে দুনিয়ার জীবন ভাল হয়ে যাক, স্বাস্থ ভাল হয়ে যাক, পেরেশানি দূর হোক, বিপদ আপদ দূর হোক, ধন-দৌলত বেড়ে যাক, দামী মোবাইল ফোন মিলে যাক, নতুন গাড়ী মিলে যাক, মোটকথা! অসংখ্য পার্থিব অভিলাষ - যেগুলো পাওয়ার জন্যে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি, কিন্তু আফসোস! আখিরাতকে ভালো করার তেমন আগ্রহ দেখা যায় না আমাদের মধ্যে, যেমনটা আগ্রহ থাকা উচিৎ। ছিলো আহা!

আমরাও যদি এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার অর্থ সত্যিকারভাবে বুঝতে পারতাম, আমাদের গাফেলতিও যদি দূর হয়ে যেতো। আল্লাহর রহমত নিয়ে আশা করার সাথে সাথে আল্লাহর প্রকৃত ভয়ের নিয়ামত যদি পেয়ে যেতাম, মন্দ মৃত্যুর ভয় আমাদের অন্তরে ছেয়ে যেতো!, আহা! আসল মালিকের নারাজ হওয়ার ভয় সব সময় যদি লেগে থাকতো। মৃত্যুর কঠিন অবস্থা, নিজের লাশের গোসল, কাফন-দাফনের অবস্থা, এবং মুর্দা হালতে নিজের অসহায় অবস্থা যদি অনুভব করতে পারতাম। কবরের অন্ধকার, তার ভয়ংকর পরিস্থিতি, কবরে আগত ফিরিশতাদের সওয়াল ও জওয়াব এবং কবরের শাস্তি - এসব যদি আমাদের সব সময় মনে থাকতো। হায়! হাশর ও পুলসিরাতের উত্তাপ, আল্লাহ পাকের দরবারে হাজেরি, এবং সবার সামনে গুনাহ প্রকাশ হওয়ার অপমানের কথা যদি আমাদের স্মরণ থাকতো। দোযখের ভয়ংকর অগ্নিশিখা, দোযখের মর্মন্তুদ শাস্তি এবং জান্নাতের মহান নিয়ামত সমূহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয় আমাদেরকে সদা ব্যাকুল করে রাখতো এই ভয় যদি আমাদের জন্যে হিদায়াত ও রহমতের মাধ্যম হয়ে যেতো। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَام এর আল্লাহর ভয়ে কান্না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَام সেই সম্মানীত ব্যক্তি যারা আল্লাহ পাকের দরবারে সকল সৃষ্টি হতে শ্রেষ্ট মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। এরা সেই সম্মানীত ব্যক্তি যারা অবশ্যয় আল্লাহ পাকের গযব, এবং তার আযাব এবং তার নারাজি হতে মুক্ত, এমনকি আল্লাহ পাক তাদেরকে হেফাযতের ওয়াদা করেছেন এবং তাদের গুনাহও হতে পারে না। (বাহারে শরীয়ত, প্রথম খন্ড, ১/৩৮) বরং তাদের শান হচ্ছে যে তাঁরা যাদেরকে সুপারিশ করবেন আল্লাহ পাক তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তি হতে নিরাপাদ রাখবেন। এই পবিত্র সত্তাগণ গুনাহ থেকে মুক্ত থাকার এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনে সফল হওয়ার পরও কান্না করতেন। মদিনাওয়ালা মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সারা রাত ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত করতেন। আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَامএর মধ্যে অনেকে এমনও আছেন যাদের কান্না এবং বিনম্র চিত্তে দোয়া করা বহু দিন পর্যন্ত চলতে থাকতো।

আসুন! আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এর আল্লাহর ভয়ে কান্না করা সম্পর্কিত দুইটি ঘটনা শ্রবণ করি:

- হযরত দাউদ عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে একবার চল্লিশ বছর (৪০) দিন পর্যন্ত সিজদা অবস্থায় ক্রন্দন করতে থাকেন এবং আল্লাহ পাকের প্রতি লজ্জার কারণে আসমানের দিকে আপন চেহরা মোবারক উঠান নি। এতো বেশি কান্না করার কারণে তিনি عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর চোখের পানিতে ঘাস জন্মালো এবং এতে তাঁর মাথা মোবারক ঢাকা পড়লো। (হিকায়তী এবং নসীহতী, ১৩৫ পৃষ্ঠা)
- হযরত ইব্রাহিম عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে: তিনি যখন নামাযের জন্যে দাড়াতেন তখন আল্লাহ পাকের ভয়ে এতো পরিমাণ কান্না করতেন যে এক মাইল দূরত্ব থেকে তার বক্ষে হওয়া বিলাপের আওয়াজ শোনা যেতো।

(ইহয়াউল উলুম, ৪/২২৬, নেকী কি দাওয়াত, ২৭৩)

১২ মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো "ছুটির দিনের ইতিকাফ"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আম্বিয়া কেরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এর আল্লাহর ভয়ে ডুবে থাকা এবং তাতে ক্রন্দন করাকে মারহাবা জানাই। এখন আমাদেরও নিজেদের মাঝে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করা দরকার। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের অসংখ্য বাহার আছে, তার মধ্যে একটি বাহার হলো- এই মাদানী পরিবেশের বরকতে আল্লাহর ভয়ে কান্না করার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যায়। এই মাদানী পরিবেশ আখিরাতের চিন্তায় ব্যাকুল হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি করে। এই মাদানী পরিবেশ কবর ও আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই মাদানী পরিবেশ মদীনার ধ্যান এবং ইশকে রাসূলে কান্না করার মাদানী মানসিকতা সৃষ্টি করে। সুতরাং আপনারও সেই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। যেলি হালকার ১২ মাদানী কাজে বেশি বেশি অংশগ্রহন করুন। বিশেষ করে দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে অনুষ্ঠিতব্য সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায়, সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা এবং প্রত্যেক মাসে আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করা নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন। সেই মাদানী কাজের বরকতে আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শ নসীব হবে যারা অন্তরে নম্রতা সৃষ্টি করার সাথে সাথে আখিরাতের চিন্তায় দিন কাটানোর মানসিকতা সৃষ্টি করবে। যেলি হারকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক

একটি মাদানী কাজ হলো "ছুটির দিনের ইতিকাফ"। ছুটির দিনে শহরে এবং গ্রামে গিয়ে সেখানকার মসজিদসমূহ আবাদ করার পাশাপাশি আশিকানে রাসূলদেরকে নেকীর দাওয়াত দিয়ে ইলমে দ্বীন শেখার, এবং শেখানোর মানসিকতা দেওয়া হয়, ❁ اَلْحَمْدُ لِلّٰه ছুটির দিনের ইতিকাফ ইসলামী ভাইদের সুন্নাত এবং আদব, দরস ইত্যাদির পদ্ধতি শিখানোর উত্তম মাধ্যম ❁ ছুটির দিনের ইতিকাফের বরকতে মসজিদগুলো ভরপুর থাকে ❁ ছুটির দিনের ইতিকাফের বরকতে ইতিকাফের নিয়্যতে মসজিদে অবস্থানরত ব্যক্তি প্রতিটি মূহুর্ত ইবাদতে কাটানোর সৌভাগ্য অর্জন কর্বে ❁ ছুটির দিনের ইতিকাফের বরকতে মসজিদের প্রতি ভালবাসার এবং মসজিদে বেশি সময় অবস্থান করার ফযিলত অর্জন হবে।

১২ মাদানী কাজ সমূহের মধ্যে "ছুটির দিনের ইতিকাফ" এর বিস্তারিত জানার জন্যে মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা "ছুটির দিনের ইতিকাফ" অধ্যায়ন করুন, সকল ইসলামী ভাই এই রিসালা অবশ্যয় অধ্যয়ন করবেন, রিসালা মাকতাবাতুল মদীনা হতে সংগ্রহ করার পাশাপাশি দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট **www.dawateilami.net** থেকেও পড়ে নিতে পারবেন।

এই রিসালা অধ্যায়ন করার মাধ্যমে আপনারা আরও সবিস্তারে জানতে পারবেন। যেমন ❁ ছুটির দিনে ইতিকাফ কি? ❁ ছুটির দিনের ইতিকাফের সিডিউল ❁ মাদানী কাজ শক্তিশালী করার উপায় ❁ গ্রাম-গঞ্জ এবং দা'ওয়াতে ইসলামী ❁ ছুটির দিনের ইতিকাফ সম্পর্কিত কিছু প্রশ্নত্তোর ❁ ছুটির দিনের ইতিকাফের ১৪টি উপকারিতা ইত্যাদি।

আসুন! উৎসাহ বৃদ্ধির জন্যে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি: যেমন

নেক কাজ করার সৌভাগ্য

করাচির একজন ইসলামী ভাই অতীত জীবন গুনাহে কাটাচ্ছিলেন, প্রত্যেক কাজে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা, লোকজনের সাথে ঝগড়া করা, কথায় কথায় মারামারি করা ইত্যাদি মন্দ কাজে ফেঁসে গিয়েছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে একজন ইসলামী ভাইয়ের ইনফিরাদি কৌশিশের মাধ্যমে তিনি রমযানুল মোবারকের শেষ দশ

দিন নিজ এলাকার মসজিদে ইতিকাফ করলেন। সেখানে সীমাহীন প্রশান্তি পেলেন। তাঁর এভাবে আরও দুই বছর ইতিকাফ করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো। মসজিদের মুয়াজ্জিন সাহেব ইনফিরাদি কৌশিশ করে তাকে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকাজ ফয়যানে মদীনা করাচিতে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়ে এলেন। তখন একজন মুবাল্লিগে দা'ওয়াতে ইসলামী বয়ান করছিলেন যার মাথায় পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজানো ছিলো। মুবাল্লিগের চেহরার ঔজ্জ্বল্য এবং নুরানিয়্যত তার হৃদয় হরণ করলো এবং শেষপর্যন্ত সে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِله সে একটি মুষ্টি দাড়িও সাজিয়ে নিলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আউলিয়া কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন

আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর মতো আল্লাহ পাকের নেককার বান্দা অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কেরামও رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام আল্লাহ পাকের ভয়ে অনেক বেশি অশ্রু প্রবাহিত করতেন। অনেক আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে আল্লাহর ভয়ে কান্না করার কারণে তাদের দৃষ্টি শক্তি চলে গেছে, তবুও তারা কান্না করা বন্ধ করে দেন নি। আসুন! উৎসাহ পাওয়ার জন্যে আল্লাহর ভয়ে কান্না করা সম্পর্কিত আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর ২ টি ঘটনা শ্রবণ করি:

(১) হযরত আবু বিশর সালেহ মুররি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক বড় মুহাদ্দিস এবং একজন একজন প্রসিদ্ধ মুবাল্লিগ ছিলেন। বয়ানের মধ্যে খোদ তার এমন অবস্থা হতো যে আল্লাহ পাকের ভয়ে কাঁপতে থাকতেন এবং এতো পরিমাণ বিলাপ করে কান্না করতেন যেভাবে কোনো মা তার কোলের বাচ্চা মারা গেলে কান্না করে। কখনো কখনো অধিক কান্না করা এবং কাঁপতে থাকার কারণে শরীরের জোড়া নড়ে যেতো। তাঁর খোদাভীতির এই অবস্থা ছিলো যে যদি কারো কবর দেখতেন তাহলে দুই তিন দিন পর্যন্ত নিশ্চল ও নিরব থাকতেন এবং খানয়া পিনা ছেড়ে দিতেন। (আউলিয়ায়ে রিজালুল হাদীস ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সুলতানে হিন্দ হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উপর খোদাভীতি এই পরিমাণ ছেয়ে যেতো যে সর্বদা আল্লাহর ভয়ে কাঁপতেন এবং কান্না করতেন, মানুষকে খোদাভীতি সম্পর্কে উপদেশ গিয়ে ইরশাদ করতেন: হে লোকেরা! যদি তোমরা মাটির নিচে শায়িত লোকদের অবস্থা জানতে তাহলে তোমরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দাড়িয়ে যেতে।

খাজা গরীবে নেওয়াজের তাযকিরা

হে আশিকানে আউলিয়া! খাজা গরীবে নেওয়াজ ও অন্যান্য আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর আল্লাহর ভয়ে কান্না করার প্রতি আমরা ধন্য। ৬ রজবে সুলতানে হিন্দ হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওরস মোবারক অত্যন্ত জাকজমক ভাবে উদযাপন করা হয়, এই উপলক্ষে ইছালে সাওয়াবের ইজতিমার আয়োজন করা হয়, যেখানে কুরআনে পাকের তিলোওয়াত, সুন্নাতে ভরা বয়ান, রিসালা ইত্যাদি বন্টন করার ব্যবস্থা করা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন বিশ্ব ব্যাপী মাদানী মারকাজ ফয়যানে মদীনা করাচি বিশেষ করে রজবুল মুরাজ্জব এর প্রথমের ৬ দিনে মাদানী মুযাকারার খুব জমজমাট আয়োজন থাকে, অনেক শহর হতে আশিকানে গরীবে নেওয়াজ, ইলমে দ্বীন শেখার, মাদানী মুযাকারার ফয়েয হাসিল করার এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সংস্পশ্রের বরকত অর্জন করার জন্যে আন্তর্জাতিক মাদানী মারকাজ ফয়যানে মদীনাতে সময় অতিবাহিত করার সৌভাগ্য অর্জন করে, এছাড়া বিশ্ব জুড়ে হাজারো আশিকানে গরীবে নেওয়াজ নিজেদের শহরে ইজতিমা করে মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহনের সৌভাগ্য অর্জন করে, এখনো মাদানী মুযাকারা অব্যাহত রয়েছে আপনারাও মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে মাদানী মুযাকারায় অংশ্রগ্রহনের সৌভাগ্য অবশ্যই অর্জন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে আউলিয়া! আসুন! হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা শ্রবণ করি: হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাম হাসান চিশতী আজমীরি, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রসিদ্ধ উপাধিসমূহের মধ্যে মঈন

উদ্দীন, গরীবে নেওয়াজ, সুলতানে হিন্দ এবং আতায়ে রাসূল অন্যতম। (মইনুল হিন্দ হযরত খাজা মঈন উদ্দীন আজমিরী, ২০ পৃষ্ঠা) হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের চরিত্র ও আদর্শ দ্বারা ইসলামের ঝান্ডাকে সমুন্নত করেন। লাখ লাখ মানুষকে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের বেলায়তের দৃষ্টি দিয়ে ফয়েজ দিয়েছেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর খলিফা এবং মুরিদদের সমন্বয়ে এমন সঙ্ঘ তৈরি করেন, যারা ভারতের অলি গলিতে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দ্বীনের খিদমতের সদকায় আমাদেরও নেকীর দা’ওয়াতের স্পৃহা নসীব করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাজলিসে লঙ্গরে রযবীয়া

হে আশিকানে আউলিয়া! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ যেখানে খোদাভীরু রূপে গড়ে তোলে ঐভাবে আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর সত্যিকারের ভালবাসাও শিক্ষা দেয়। আমরাও যেন এই মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকি, আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী নেকীর দা’ওয়াতকে প্রচার এবং প্রসার করার জন্যে ১০৮ টির চেয়েও বেশি বিভাগে মাদানী কাজ করে যাচ্ছে। তার মধ্যে একটি হলো “মাজলিসে লঙ্গরে রযবীয়া। যা বিভিন্ন উপলক্ষে অসংখ্য আশিকানে রাসূলকে খাবারের ব্যবস্থা করে। উদাহরণস্বরূপ দারুস সুন্নাহতে আসা মেহমান, বিভিন্ন সুন্নাতে ভরা ইজতিমা, জুলূস, বিভিন্ন মাদানী কোর্স অংশগ্রহনকারী আশিকানে রাসূল যাদের মধ্যে অন্যতম।এছাড়া দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে বিশ্বজুড়ে দেশে দেশে প্রতি বছর হাজারো আশিকানে রাসূল সম্পূর্ণ মাহে রমযান এবং শেষ দশ দিন ইতিকাফ করার সৌভাগ্য অর্জন করে, যেখানে হাজারো আশিকানে রমযান, মাহে রমযানুল মোবারকের বরকত অর্জন করার সৌভাগ্য লাভ করে। ঐ সকল আশিকে রাসূলদের জন্য লঙ্গরে রযভিয়্যা’র (সেহেরি ও ইফতার) আয়োজন করা হয় যাতে আশিকে রাসুলগণ একাগ্রচিত্তে ইল্মে দ্বীনের হালকায় এবং মনোযোগ সহকারে মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করতে পারে। সকল আশিকে রাসুল, আল্লাহ পাকের

সন্তুষ্টি এবং ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে "লঙ্গরে রযবীয়ার" সহায়তায় আপনারাও শরিক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

খোতবার সাতটি বিধান

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "ফয়যানে জুমা" থেকে কিছু বিধান শ্রবণ করি: ❋ হাদীসে পাকে রয়েছে: যে ব্যক্তি জুমার দিন মানুষের ঘাঁড় টপকে সামনের দিকে যায় সে জাহান্নামের দিকে সেতু তৈরি করেছে। (তিরমিযি ২/৪৮, হাদীস ৫১৩) এটার এক অর্থ এটা যে মানুষ তার উপর আরোহন করে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (হাশিয়ায়ে বাহারে শরীয়ত ১/৭৬১-৭৬২) ❋ খতিবের দিকে মুখ করে বসা সাহাবাদের সুন্নাত।

ঘোষণা

খোতবার বাকী বিধান তরবিয়্যতি হালকায় বলা হবে, সুতরাং সেগুলো জানার জন্যে তরবিয়্যতে হালকায় অবশ্যয় অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রঊফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِىْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَہٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡھِمُ الرِّضۡوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল ক্বউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنۡزِلۡہُ الۡمَقۡعَدَ الۡمُقَرَّبَ عِنۡدَكَ یَوۡمَ الۡقِیَامَۃِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَی اللّٰہُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاھُوَ اَھۡلُہٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡھُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الۡحَلِیۡمُ الۡکَرِیۡمُ سُبۡحَانَ اللّٰہِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبۡعِ وَرَبِّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)